বৈষম্যমূলক ড্যাপে অর্থনীতে স্থবিরতা, জরুরী পদক্ষেপ চায় আবাসন ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দ

বৈষম্যমূলক ড্যাপ (২০২২-৩৫) নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে গৃহায়ন খাত সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনগুলো। ড্যাপের কারণে অর্থনীতিতে স্থবিরতা বিরাজ করছেন বলে মনে করছেন তারা। এ খাতে গতিশীলতা আনতে অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে কথা বলেন আবাসন খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লিংকেজ শিল্পের নেতৃবৃন্দ। আবাসন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির স্থবিরতা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর ফাউন্ডার চেয়ারম্যান শেখ মাসাদুল আলম মাসুদ, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর নির্বাহী পরিচালক শংকর কুমার রায়, ইলেকট্রানিক ইকুইপমেন্ট এ্যান্ড সিকিউরিটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মোঃ নিয়াজ আলী চিশতি, বাংলাদেশ এলিভেটর এক্সেলেটর অ্যান্ড লিফট ইম্পোটার্স এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট এমদাদ উর রহমান, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ, বাংলাদেশ গ্লাস মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট, মোঃ হোসেন আলমগীর, বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবলস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর সিনিয়র সহ সভাপতি মোঃ আকতার হোসেন ঢালী, বাংলাদেশ টিম্বার ইমপোর্টাস এ্যান্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন এর ট্রেজারার তানভীর মোহাম্মদ দিপু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন রিহ্যাব এর পরিচালক ও প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ লাবিব বিল্লাহ্।
রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট বলেন, নতুন ড্যাপের ফ্লোর এরিয়া রেশিও

কমে যাওয়াতে তাদের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ এলিভেটর এক্সেলেটর অ্যান্ড লিফট ইম্পোটার্স এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট এমদাদ উর রহমান বলেন বিল্ডিং এর উচ্চতা কমে যাওয়াতে লিফঠ এর চাহিদা একেবারে কমে গেছে। তারা বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনার জন্য অবশ্যই আবাসন শিল্প ও সংশ্লিষ্ট লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির স্থবিরতা হতে অতিদ্রæত উত্তরণ ঘটাতে হবে। সরকারের এ ব্যাপারে একটা ইতিবাচক ভূমিকা নিতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।